

## পরিব্রাজকের ডায়েরী -- সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট

### (১) কনস্টান্টিনোপল

কনস্টান্টিনোপলের প্রথম দৃশ্য রেল হতে পাওয়া গেল। প্রাচীন শহর -- গগার (পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়েছে), অলিগলি, ময়লা, কাঠের বাড়ি ইত্যাদি, কিন্তু ঐ সকলে একটা বিচিত্রতাজনিত সৌন্দর্য আছে। স্টেশনে বই নিয়ে বিষম হাঙ্গামা। মাদমোয়াজেল কালতে ও জুল বোওয়া ফরাসী ভাষায় চুঙ্গী কর্মচারীদের ঢের বুঝালে, ক্রমে উভয় পক্ষের কলহ। কর্মচারীদের 'হেড অফিসার' তুর্ক, তার খানা হাজির -- কাজেই ঝগড়া অল্পে অল্পে মিটে গেল, সব বই দিলে -- দুখানা দিলে না। বললে, 'এই হোটেল পাঠাচ্ছি' -- সে আর পাঠানো হল না। স্তাম্বুল বা কনস্টান্টিনোপলের শহর বাজার দেখা গেল। 'পোন্ট' (Pont) বা সমুদ্রের খাড়ি-পারে 'পেরা' (Pera) বা বিদেশীদিগের কোয়ার্টার, হোটেল ইত্যাদি -- সেখান হতে গাড়ি করে শহর বেড়ানো ও পরে বিশ্রাম। সন্ধ্যার পর উডস্ পাশার দর্শনে গমন। পরদিন বোট চড়ে বাস্ফোর ভ্রমণে যাত্রা। বড্ড ঠান্ডা, জোর হাওয়া, প্রথম স্টেশনেই আমি আর মিস ম্যা -- নেবে গেলাম। সিদ্ধান্ত হল -- ওপারে স্কুটারিতে গিয়ে পেয়র হিয়াসাত্তের সঙ্গে দেখা করা। ভাষা না জানায় বোটভাড়া ইঙ্গিতে করে পারে গমন ও গাড়ি ভাড়া। পথে সুফি ফকিরের 'তাকিয়া' দর্শন, এই ফকিরেরা লোকের রোগ ভালো করে। তার প্রথা এইরূপ -- প্রথম কলমা পড়া ঝুঁকে ঝুঁকে, তারপর নৃত্য, তারপর ভাব, তারপর রোগ আরাম -- রোগীর শরীর মাড়িয়ে দিয়ে।

পেয়র হিয়াসাত্তের সঙ্গে আমেরিকান কলেজ সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা। আরবের দোকান ও বিদ্যার্থী টর্ক (Turkish student) দর্শন। স্কুটারি হতে প্রত্যাবর্তন। নৌকা খুঁজে পাওয়া -- সে কিন্তু ঠিক জায়গায় যেতে না-পারক। যা হোক, যেখানে নাবালে সেইখান হতেই ট্রামে করে ঘরে (স্তাম্বুলের হোটেল) ফেরা। মিউজিয়ম -- স্তাম্বুলের যেখানে প্রাচীন অন্দরমহল ছিল গ্রীক বাদশাদের -- সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত। অপূর্ব sarcophagi (শবদেহ রক্ষা করবার প্রস্তর-নির্মিত আধার) ইত্যাদি দর্শন। তোপখানার (Tophaneh) উপর হতে শহরের মনোহর দৃশ্য। অনেক দিন পরে এখানে ছোলাভাজা খেয়ে আনন্দ। তুর্কী পোলাও কাবাব ইত্যাদি একানকার খাবার ভোজন। স্কুটারির কবরখানা। প্রাচীন পাঁচিল দেখতে যাওয়া। পাঁচিলের মধ্যে জেল -- ভয়ঙ্কর। উডস্ পাশার সহিত দেখা ও বাস্ফায় যাত্রা। ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিবের (Charge d' Affairs) অধীনস্থ কর্মচারীর সহিত ভোজন (dinner) -- জনৈক গ্রীক পাশা ও একজন আলবানি ভদ্রলোকের সহিত দেখা। পেয়র হিয়াসাত্তের লেকচার পুলিশ বন্ধ করেছে, কাজেই আমার লেকচারও বন্ধ। দেবনমল ও চোবেজীর (এক জন গুজরাতি বামুন) সহিত সাক্ষাত। এখানে হিন্দুস্থানী, মুসলমান ইত্যাদি অনেক ভারতবর্ষীয় লোক আছে। তুর্কী ফিললজি। নুর বের (Noor Bey) কথা -- তার ঠাকুরদাদা ছিল ফরাসী। এরা বলে, কাশ্মীরী মতো সুন্দর! এখানকার স্ত্রীলোকদিগের পরদা-হীনতা। বেশ্যাভাব মুসলমানি। খুর্দ পাশা আর্ম্যানি (Arian?) ও আরমিনিয়ান হত্যার কথা শুনেছি। আরমিনিয়ানদের বাস্তবিক কোন দেশ নাই। যে সব শথানে তারা বাস করে, সেথায় মুসলমানই অধিক। আরমিনিয়া বলে কোন স্থান অজ্ঞাত। বর্তমান সুলতান খুর্দদের হামিদিয় রেসল্লা (Hamidian cavalry) তৈরি করছেন, তাদের কজাকদের (Cossacks) মতো শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তার conscription হতে খালাস হবে।

বর্তমান সুলতান, আরমিনিয়ান এবং গ্রীক পেট্রিয়ার্কদের ডেকে বলেন যে, তোমরা tax (টেক্স) না দিয়ে সেপাই হও (conscription), তোমাদের জন্মভূমি রক্ষা কর। তাতে তারা জবাব দেয় যে, ফৌজ হয়ে লড়ায়ে গিয়ে মুসলমান সিপাইদের সহিত একত্র মলে ক্রিস্চান সিপাইদের কবরের গোলমাল হবে। উত্তরে সুলতান বলেন যে প্রত্যেক পল্টনে না হয় মোল্লা ও ক্রিস্চান পাদ্রী থাকবে, এবং লড়ায়ে যখন ক্রিস্চান ও মুসলমান ফৌজের শবদেহসকল একত্র এক গাদায় কবরে পুঁততে বাধ্য হবে, তখন না হয় দুই ধর্মের পাদ্রীই শ্রাদ্ধমন্ত্র (funeral

service) পড়ল; না হয় এক ধর্মের লোকের আত্মা, বাড়ার ভাগ অন্য ধর্মের শ্রাদ্ধমন্ত্রগুলো শুনে নিলে। খ্রিস্টানরা রাজি হল না -- কাজেই তারা tax (টেক্স) দেয়। তাদের রাজি না হবার ভেতর কারণ হচ্ছে, ভয় যে মুসলমানের সঙ্গে একত্র বসবাস করে পাছে সব মুসলমান হয়ে যায়। বর্তমান স্তাম্বুলের বাদশা বড়ি ক্রেসসহিফু -- প্রাসাদে থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ পর্যন্ত সব কাজ নিজে বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব-সুলতান মুরাদ বাস্তবিক নিতান্ত অকর্মণ্য ছিল -- এ বাদশা অতি বুদ্ধিমান। যে অবস্থায় ইনি রাজ্য পেয়েছিলেন, তা থেকে এত সামলে উঠেছেন যে আশ্চর্য! পার্লামেন্ট হেথায় চলবে না।

## (২) এথেন্স, গ্রীস

বেলা দশটার সময় কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ। এক রাত্রি এক দিন সমুদ্রে। সমুদ্র বড়ই স্থির। ক্রমে Golden Horn (সুবর্ণ শৃঙ্গ) ও মারমোরা। দ্বীপপুঞ্জ মারমোরার একটিতে গ্রীক ধর্মের মঠ দেখলুম। এখানে পুরাকালে ধর্মশিক্ষার বেশ সুবিধা ছিল -- কারণ একদিকে এশিয়া আর একদিকে ইওরোপ। মেডিটেরিনি দ্বীপপুঞ্জ প্রাতঃকালে দেখতে গিয়ে প্রোফেসার লেপরের সহিত সাক্ষাৎ, পূর্বে পাচিয়ান্নার কলেজে মান্দ্রাজে এঁর সহিত পরিচয় হয়। একটি দ্বীপে এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখলুম -- নেপচুনের মন্দির আন্দাজ, কারণ -- সমুদ্রতটে। সন্ধ্যার পর এথেন্স পৌঁছলুম। এক রাত্রি কারানটাইনে থেকে সকালবেলা নাববার হুকুম এল! বন্দর পাইরিউস (Peiraeus)-টি ছোট শহর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর, সব ইওরোপের ন্যায়, কেবল মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন ঘাগরা-পরা গ্রীক। সেথা হতে পাঁচ মাইল গাড়ি করে শহরের প্রাচীন প্রাচীর, যাহা এথেন্সকে বন্দরের সহিত সংযুক্ত করত, তাই দেখতে যাওয়া গেল। তারপর শহর দর্শন -- আকরোপলিস, হোটেল, বাড়ি-ঘর-দোর অতি পরিষ্কার। রাজবাটীটি ছোট। সে দিনই আবার পাহাড়ের উপর উঠে আকরোপলিস, বিজয়ার (Wingless Victory) মন্দির, পারথেনন ইত্যাদি দর্শন করা গেল। মন্দিরটিতে সাদা মর্মরের কয়েকটি ভগ্নাবশেষ স্তম্ভও দন্ডায়মান দেখলুম। পরদিন পূর্ববার মাদমোয়াজেল মেলকাবির সহিত ঐ সকল দেখতে গেলাম -- তিনি ঐ সকলের সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কথা বুঝিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্যন্ত দেখা গেল। তৃতীয় দিন এলুসি যাত্রা। উহা গ্রীকদের প্রধান ধর্মস্থান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এলুসি-রহস্যের (Eleusinian Mysteries) অভিনয় এখানেই হত। এখানকার প্রাচীন থিয়েটারটি এক ধনী গ্রীক নূতন করে দিয়েছে। Olympian games-এর (অলিম্পিক খেলার) পুনরায় বর্তমানকালে প্রচলন হয়েছে। সে স্থানটি স্পার্টার নিকট। তায় আমেরিকানরা অনেক বিষয়ে জেতে। গ্রীকরা কিন্তু দৌড়ে সে স্থান হতে এথেন্সের এই থিয়েটার পর্যন্ত আসায় জেতে। তুর্কের কাছে ঐ গুণের (দৌড়ের) বিশেষ পরিচয়ও তারা এবার দিয়েছে। চতুর্থ দিন বেলা দশটার সময় রুশী স্টীমার 'জার' - আরোহণে ইজিপ্ত-যাত্রী হওয়া গেল। ঘাটে এসে জানলুম স্টীমার ছাড়বে ৪টার সময় -- আমরা বোধ হয় সকাল সকাল এসেছি অথবা মাল তুলতে দেরি হবে। অগত্যা ৫৭৬ হতে ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বে আবির্ভূত এজেলাদাস (Ageladas) এবং তাঁর তিন শিষ্য ফিডিয়াস (Phidias), মিরন (Myron) ও পলিক্রেটের (Polycletus) ভাস্কর্যের কিছু পরিচয় নিয়ে আসা গেল। এখুনি খুব গরম আরম্ভ। রুশিয়ান জাহাজে স্ক্রু উপর ফাস্ট ক্লাস। বাকি সবটা ডেক -- যাত্রী, গরু আর ভেড়ায় পূর্ণ। এ জাহাজে আবার বরফও নেই।

## (৩) পারি লুভার (Louvre) মিউজিয়মে

মিউজিয়ম দেখে গ্রীক কলার তিন অবস্থা বুঝতে পালুম। প্রথম 'মিসেনি' (Mycenoean), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক। আচেনি রাজ্য (Achæan) সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেই সঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে

প্রচলিত, এশিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথমে গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব। অতি-পূর্ব অজ্ঞাতকাল হতে খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ বৎসর যাবৎ ‘মিসেনি’ শিল্পের কাল। এই ‘মিসেনি’ শিল্প প্রধানতঃ এশিয়া শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপ্ত ছিল। তারপর ৭৭৬ খ্রীঃ পূঃ কাল হতে ১৪৬ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ‘হেলেনিক’ বা যথার্থ গ্রীক শিল্পের সময়। দোরিয়ন জাতির দ্বারা আচেনি-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইওরোপখন্ড ও দ্বীপপুঞ্জনিবাসী গ্রীকরা এশিয়াখন্ডে বহু উপনিবেশ স্থাপন করলে। তাতে বাবিল ও ইজিপ্তের সহিত তাদের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হল, তা হতেই গ্রীক আর্টের উৎপত্তি হয়ে, ক্রমে এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ-চেষ্টি এখানকার শিল্পে জন্মে। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাৎ এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যথাযথ জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করছে।

খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ হতে খ্রীঃ পূঃ ৪৭৫ পর্যন্ত ‘আর্কেইক’ গ্রীক শিল্পের কাল। এখনও মূর্তিগুলি শক্ত (stiff), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসছে। এ বিষয়ে ঐগুলি ইজিপ্তের শিল্পিগঠিত মূর্তির ন্যায়। সব মূর্তিগুলি দু-পা সোজা করে, খাড়া (কাঠ) হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুল দাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র সমস্ত মূর্তির গায়ের সঙ্গে জড়ানো, তালপাকানো -- পতনশীল বস্ত্রের মতো নয়।

‘আর্কেইক’ গ্রীক শিল্পের পরেই ‘ক্লাসিক’ গ্রীক শিল্পের কাল -- ৪৭৫ খ্রীঃ পূঃ হতে ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরম্ভ হয়ে সম্রাট আলেকজান্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিল্পের উন্নতি বিস্তার কাল। পিলোপনেশাস এবং আটিকা রাজ্যেই এই সময়কার শিল্পের চরম উন্নতি-স্থান। এথেন্স আটিকা রাজ্যেরই প্রধান শহর ছিল। কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন, “(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্পে, চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে।” এই ‘ক্লাসিক’ গ্রীক শিল্পের দুই সম্প্রদায় -- প্রথম আটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়েন। আটিক সম্প্রদায়ে আবার দুই প্রকার ভাব : প্রথম, মহাশিল্পী ফিডিয়াসের প্রতিভাবল। “অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোনকালে মানব মনে আপন অধিকার হারাইবে না” -- এই বলে যাকে জনৈক ফরাসী পণ্ডিত নির্দেশ করেছেন। স্কেপাস আর প্রাক্সিটেলিস (Praxiteles) আটিক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক। এই সম্প্রদায়ের কার্য শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবল মাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।

‘ক্লাসিক’ গ্রীক শিল্পের পিলোপনেশিয়েন নামক দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষক পলিক্রেটাস এবং লিসিপাস (Lysippus)। এঁদের একজন খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এবং আণ্য জন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের প্রধান লক্ষ্য -- মানবশরীরে গড়নপরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখবার নিয়ম প্রবর্তিত করা।

৩২৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১৪৬ খ্রীঃ পূঃ কাল পর্যন্ত অর্থাৎ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর হতে রোমানদিগের দ্বারা আটিকা-বিজয়কাল পর্যন্ত গ্রীক শিল্পের অবনতি-কাল! জাঁকজমকের বেশি চেষ্টি এবং মূর্তিসকল প্রকান্ড প্রকান্ড করবার চেষ্টি এই সময়ে গ্রীক শিল্পে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর রোমানদের গ্রীস অধিকার-সময়ে গ্রীক শিল্প তদদেশীয় পূর্ব পূর্ব শিল্পীদের কার্যের নকল মাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে ছবছ কোন লোকের মুখ নকল করা।